দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 04 2000
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

19

কুমুদিনী সরকারী কলেজ

রুখসানা আফরোজ

চারিদিকে প্রাণোচ্ছল তারুণ্যের ছোঁয়া। এমনি এক ঝাঁক তরুণীর আশা-স্বপ্ন-সাধনায় মিশে আছে টাঙ্গাইল জেলার কুমুদিনী সরকারি কলেজ।

প্রতিষ্ঠা : আর্তপীড়িত মানুষের বন্ধু, মানবতার অনন্য প্রতীক দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকায় স্বর্গীয় মাতা 'কুমুদিনীর' নামানুসারে ইংরেজি ১৯৪৩ সালে কুমুদিনী মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন।

অবস্থান : ছায়াঘন পরিবেশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রাচীর ঘেরা কুমুদিনী সরকারি কলেজের অবস্থান। ঢাকা- ময়মনসিংহ রোড কলেজের সম্মুখ দিয়ে টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করেছে। আরেকটি রাস্তা কলেজের উত্তর পাশ স্পর্শ করে সুরুজ নদীর ঘাটে শেষ হয়েছে। কলেজের পরিবেশকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে এর অভ্যন্তরে অবস্থিত ছয় বিঘা জমির উপর একটি পুকুর। পুকুরের চারদিকে নারকেল গাছের অপরূপ দৃশ্য। চেয়ে আছে মেহগনি আর সেগুনের বন।

পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন : কলেজটি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে কলেজের অগ্রযাত্রা। কলেজটি শুরু হয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক কলা ও বিজ্ঞান এবং বি, এ শ্রেণী দিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা রায় বাহাদুর রণদা প্রসাদ নিখোঁজ হন।

এ প্রেক্ষিতে তার স্মৃতিকে অম্লান করে ধরে রাখার প্রয়াসে ছাত্রী- শিক্ষকদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৭৯ সালের ১লা অক্টোবর এটি সরকারি কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ১৯৯২ সালে এখানে বিএসসি কোর্স চালু করে।

প্রিয় কলেজ প্রিয় প্রাঙ্গণ : কলেজের পুকুরপাড়ে ইউনিফর্ম পরা আড্ডারত একদল ছাত্রীকে দেখা গেল। ক্লাসের ফাঁকে তারা জমিয়ে আড্ডায় মেতেছে। তাদের প্রিয় কলেজ প্রাঙ্গণের প্রতিটি মুহূর্তই আনন্দের, সুখের, উচ্ছ্বাসের। সীমা আর শশীর কাছে কলেজটাকে মনে হয় নিজের কোন এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মতো। ছুটির দিনগুলোতে 'ইচ্ছে হয় ছুটে চলে আসি।' বিজ্ঞান শাখার মেয়েদের আড্ডা দেবার সুযোগ কম। ওদের ক্লাস আর লেখাপড়ার চাপটা থাকে একটু বেশি। তাই কলেজের আড্ডার মজা থেকে প্রায়ই তারা হয় বঞ্চিত। তবুও দীপা আর চামেলী সুযোগ খোঁজে কখন একটু ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কলেজ মাঠে গিয়ে বসবে।

গ্রন্থাগার : কুমুদিনী সরকারি কলেজে রয়েছে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার। ছাত্রীরা লাইব্রেরি কার্ডের মাধ্যমে এখানে পড়াশোনার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। অবসর সময়ে এখান থেকে বই নিয়ে পাঠকক্ষে বসে পড়াশোনার সুযোগ পায়। এছাড়াও রেফারেন্স ও গবেষণার প্রয়োজনে বই ইস্যু করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

ছাত্রী সংসদ : ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ও শিক্ষায় সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নকল্পে সাধারণ ছাত্রীদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবছর কলেজ ছাত্রী সংসদ নির্বাচিত হয়ে থাকে।

অধ্যক্ষা পদাধিকারবলে ছাত্রী সংসদের সভানেত্রী। ছাত্রী সংসদের জন্য একটি পৃথক অফিসকক্ষ রয়েছে। সংসদের মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রীরা সাহিত্য, সংস্কৃতি খেলাধুলা ও নানাবিধ সমাজকল্যাণমুখী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে থাকে।

ছাত্রী নিবাস : শহরের বাইরের কিংবা অন্যান্য জেলা থেকে আসা মেয়েদের আবাসিক সুবিধার জন্য নিরাপদ আবাসন হিসেবে কলেজের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে রয়েছে ছাত্রী নিবাস। প্রথমে একটি ছাত্রী নিবাস ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন আরেকটি ছাত্রী নিবাসেছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ছাত্রীনিবাসটি পরিচালনা করেন। এছাড়াও আরও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে অধ্যক্ষা কর্তৃক শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত একটি ছাত্রী নিবাস উপদেষ্টা কমিটিও রয়েছে। দুটি ছাত্রী নিবাসে মোট চারশত সিট রয়েছে। সুমী ও শিলার কাছে হোস্টেলে থাকতে ভালই লাগে। অনেক মজা আর আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো যায়। তবে খাবারের মানটা আরেকটু ভাল হলে আরও ভালভাবে থাকা যেত বলে তাদের অভিমত।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড : সুস্থ শরীর সুস্থ মনের আঁধার- এ বিশ্বাসে এই কলেজে শ্রেণীশিক্ষার পাশাপাশি শরীরচর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। খেলাধুলায় উৎকর্ষ সাধনে বিশেষভাবে যত্নবান হবার ফলে এই কলেজ ক্রীড়া ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। কলেজের ক্রীড়াবিদরা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন শরীর চর্চা, ক্রীড়ায় ও সাঁতারে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

ছাত্রীদের জন্য পৃথক কমন রুমের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে তারা নিজেরাই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিবিধ আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এই কলেজে বিএনসিসি-এর একটি প্লাটুন রয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও এর সদস্যরা বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

সুস্থ ও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী যেকোন ছাত্রী এর সদস্য হতে পারে। বিএনসিসি পরিচালনার জন্য একজন কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার ও একজন সামরিক প্রশিক্ষক রয়েছেন।

কৃতিত্ব : এই কলেজের ছাত্রীরা সব সময় কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। এই কৃতিত্বের ফলস্বরূপ এই কলেজটি ১৯৯১-১৯৯২ সালে টাঙ্গাইল জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার লাভ করে।

এই কলেজের শিক্ষার পরিবেশ আরও উন্নততর স্তরে পৌঁছার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক এ কামনা রইল।